প্রথম আলো

তারিখ 25 OCT 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আহছানউল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হত্যা মামলা

দুই সহপাঠীর মৃত্যুদণ্ড দুজনের যাবজ্জীবন

আদালত প্রতিবেদক

আহছানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সুবীর চন্দ্র দাসকে হত্যার দায়ে তাঁর দুই সহপাঠীকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ এবং দুজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এ হত্যা মামলার অপর এক আসামিকে খালাস দিয়েছেন আদালত।

ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ এস এম কুদ্দুস জামান গতকাল সোমবার এ রায় ঘোষণা করেন। মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত দুজন হলেন ফরহাদ হোসেন ওরফে সিজু ও মো. হাসান। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশপ্রাপ্তরা হলেন সফিক আহমেদ ওরফে রবিন ও কামরুল হাসান ওরফে শাওন। খালাস পাওয়া আসামি হলেন সফিকের স্ত্রী লুৎফা আকতার ওরফে সনি। মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত দুই আসামিই পলাতক। বাকি তিনজন আদালতে হাজির ছিলেন।

রায়ে বলা হয়; আসামিদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষ ১৭ জন সাক্ষী উপস্থাপন করেছে। আসামিদের মধ্যে ফরহাদ হোসেন ও সফিক আহমেদ আদালতে জবানবন্দি দিয়ে পরিকল্পনা করে হত্যার কথা স্বীকার করেছেন। জবানবন্দিতে বলা হয়েছে, আসামিরা একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। বিরোধের জের ধরে আসামিরা হাসানের বাসায় বসে সুবীরকে হত্যার পরিকল্পনা করেন।

রায়ে আরও বলা হয়, সাক্ষ্যপ্রমাণে উঠে এসেছে, আসামিরা পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০১৩ সালের ২১ জানুয়ারি সুবীর চন্দ্র দাসকে ডেকে নিয়ে প্রথমে মুখে অ্যাসিড দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে মরদেহ বুড়িগঙ্গা নদীতে ফেলে দেন। পরে সাভার উপজেলার ভাকুর্তা ইউনিয়নের কোটালিয়াপাড়ায় একটি ইটভাটার পাশে বুড়িগঙ্গা নদীর পাড় থেকে সুবীর চন্দ্রের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

২০১৩ সালে সুবীর চন্দ্র দাসকে ডেকে নিয়ে প্রথমে মুখে অ্যাসিড দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে মরদেহ বুড়িগঙ্গা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী সামসুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, আসামি হাসান ও ফরহাদ পরিকল্পনা অনুযায়ী সুবীরকে হত্যা করেন। এই হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা অনুযায়ী সফিক আহমেদ ও কামরুল সহায়তা করেন। এই কারণে আদালত সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে হাসান ও ফরহাদকে মৃত্যুদণ্ড এবং সফিক ও কামরুলকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে আসামি লুৎফা আকতারের জড়িত থাকার বিষয়ে কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত।

সুবীর চন্দ্র দাস হত্যার ঘটনায় তাঁর বাবা গৌরাঙ্গ দাস বাদী হয়ে সাভার থানা এ মামলা করেন। ওই বছরের ২৮ অক্টোবর তদন্ত শেষে পাঁচ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেয় পুলিশ।